৪০

তারিখ ... JUL 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

যায়যায়দিন

৫৩ বছরে পা দিল রাজশাহী ইউনিভার্সিটি

রাজশাহী অফিস

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। সর্বশেষ ইউনিভার্সিটিতে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয় ২০০৩ সালে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। পরের দুই বছর কোনো কর্মসূচি ছিল না। আজ সকাল ৮টায় 'শাবাশ বাংলাদেশ' মাঠে কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেন। আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, সাবেক ভিসি, প্রোভিসি ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করা হবে আজ।

১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ভুবনমোহন পার্কের জনসভায় জননেতা মাদারবক্স রাজশাহীতে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা না হলে উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করার আন্দোলনের হুমকি দেন। ওই বছরই ৩১ মার্চ মাদারবক্স ও ড. ইতরাত হোসেন জুবেরির চেষ্টায় প্রাদেশিক পরিষদে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আইন-১৯৫৩ পাস হয়। ৬ জুলাই ড. ইতরাত হোসেন জুবেরিকে প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উত্তরাঞ্চলের আট জেলার ১২টি কলেজ, ৮টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ৭টি একাডেমিক বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি।

১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষে পাঁচ ছাত্রীসহ মোট ১৬১ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। নগরীর বিভিন্ন বাড়িতে ইউনিভার্সিটির দাফতরিক কাজকর্ম চলে। ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় রাজশাহী কলেজে। ভিসির বাসভবন ও কার্যালয় স্থাপন করা হয় নগরীর দক্ষিণে পদ্মার পাড়ে 'বড়কুঠিতে'। ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন ফুলার হস্টেলে এবং ছাত্রীদের [illegible] বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমিতে। সাত বছর পর ১৯৬১ সালে মতিহারের সবুজ চত্বরে ৩০০ হেক্টর জমির উপর পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয় আজকের রাজশাহী ইউনিভার্সিটির।

বর্তমানে এ ইউনিভার্সিটিতে ৭টি অনুষদের আওতায় ৪৮টি বিভাগ এবং ৫টি উচ্চতর গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধীনে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার ৪১ জন। আবাসিক হল ১৫টি।

৫৩ বছরে এখানে শিক্ষকতা করেছেন বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। যাদের মধ্যে রয়েছেন ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান, ঐতিহাসিক ডেভিট কফ, ঐতিহাসিক অধ্যাপক আবদুল করীম, রোমিলা থাপার, তপন রায় চৌধুরী ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অ্যালেক্স রজার প্রমুখ।

নারিকেলবাড়িয়া কৃষি অনুষদসহ ক্যাম্পাসের বর্তমান আয়তন প্রায় ৩০৩ দশমিক ৮০ হেক্টর। এ ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে বঙ্গীয় শিল্পকলা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক 'বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর', মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, নিতুন কুণ্ডুর ভাস্কর্য 'শাবাশ বাংলাদেশ', টার্কি স্থাপত্য নকশা অনুকরণে সুদৃশ্য কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বৃহত্তম জিমনেশিয়াম ও সুইমিং পুল, সুসজ্জিত স্টেডিয়াম ও দেশের অন্যতম বৃহৎ অডিটোরিয়াম। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত হয়েছে সুদৃশ্য 'সুবর্ণজয়ন্তী টাওয়ার'। সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত 'রাজশাহী ইউনিভার্সিটি বধ্যভূমি [illegible]'।